দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 27 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

খুলনা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক সংকট চরমে

এস এম কামাল, খুলনা ●

শিক্ষক সংকটে ভুগছে খুলনার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলনা মেডিক্যাল কলেজ (খুমেক)। কলেজটির ৮ বিভাগেই এ সংকট চরম আকার ধারণ করছে। অর্ধেকের বেশি শূন্য পদ নিয়ে কলেজটিতে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে অন্তহীন সমস্যায় পড়ছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। তারা বলেছেন, এ বিষয়ে প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠালেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯২ সালে নগরীর সোনাডাঙ্গা থানা এলাকায় খুলনা মেডিক্যাল কলেজ যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে স্নাতক পর্যায়ে প্রায় ৬শ ছাত্রছাত্রীর পাশাপাশি স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্পকালীন কোর্স ও প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকটে ধুঁকছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। কলেজে চালু থাকা এনাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, প্যাথলজি, মাইক্রো প্যাথলজি, ফার্মাকোলজি, কমিউনিটি মেডিসিন ও ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের সিংহভাগ অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের পদ শূন্য থাকায় স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

তথ্য অনুযায়ী কলেজের অনুমোদিত ২৩টি অধ্যাপক পদের ১৮টি, ৩৫ সহযোগী অধ্যাপকের ২০টি, সহকারী অধ্যাপকের ৪৪টি পদের ১৮টি ও প্রভাষকের ৩১টি পদের ১৫টিই শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ফরেনসিক বিভাগে কোনো অধ্যাপকই নেই। প্যাথলজি বিভাগের প্রভাষকের ৪টি পদই শূন্য। কলেজের একাধিক শিক্ষার্থী জানান, শিক্ষক সংকটের কারণে তাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে। অনেক সময় রুটিন থাকলেও ক্লাস হয় না। আবার পাঠ্যসূচি, ব্যবহারিক ক্লাস ইত্যাদি শেষ না করে পরীক্ষা দেওয়াটাও কষ্টকর। তারা এ অবস্থার অবসান চায়।

কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. মেহেদী নেওয়াজ বলেন, দীর্ঘ ২৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী খুলনা মেডিক্যাল কলেজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। চরম শিক্ষক সংকট নিরসনে পদক্ষেপ নেওয়াসহ শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য 'ছাত্র কল্যাণ পরিষদ' গঠন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. সুধাংশু বল্লভ শিক্ষক সংকটের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'আমি সবেমাত্র দায়িত্ব নিয়েছি। কলেজের এ সংকট নিয়ে প্রতিমাসেই মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠানো হচ্ছে।'